লোক প্রশাসন সাময়িকী
দ্বাদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ৯৮, আশ্বিন ১৪০৫

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের *

১.০ ভূমিকা

মানব জাতির ইতিহাস হলো প্রতিকুল পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। মানব জাতি পর্যায়ক্রমে যখন থেকে ঘর বাঁধতে ও কৃষি কাজ করতে শুরু করে তখন থেকেই মূলত পারিবারিক জীবন বা সমাজ জীবনের সূত্রপাত হয়। কৃষি নির্ভর এই গ্রামীণ সমাজ থেকে মানব জাতি পর্যায়ক্রমে শহুরে জীবন তথা নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটায়। আর এই নগর রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই নগর রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা তথা রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যার অবস্থান ছিল তিনি রাজা হিসেবে পরিচিতি পান। রাজাকে কেন্দ্র করেই উজির-নাজির, অমাত্য, সেনাবাহিনী, সিপাহসালার, কোষাগার প্রভৃতি গড়ে ওঠে।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের আদিম অধিবাসীরা যে সভ্যতার সূত্রপাত ঘটায়, তারই সূত্র ধরে বিগত সাত হাজার বছর আগে ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় সভ্যতা তথা ব্রোঞ্জযুগের সংস্কৃতির উদয় হয়। এ সময় মানুষ ধাতু, খনিজ দ্রব্য, ইট ও পাথরের দালান, কাঠের কাজ, খালকাটা, বাঁধ নির্মাণ, নৌকা ও চাকাওয়ালা গাড়ী চালনা, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি করতে শুরু করে। সেই সাথে জ্যোতির্বিদ্যা, সংখ্যা লেখা, হিসাব করা তথা পঞ্জিকা প্রণয়ন করতে শেখে। এই সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তার ঘটে মিশর থেকে পারস্য, ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি অঞ্চলে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, এই ব্রোঞ্জ যুগে নগর সভ্যতা তথা নগর রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। মানুষের জীবন ধারণের নবতর পেশা সমাজ জীবনের পরিবর্তন সাধন

---

* থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, পলাশ থানা, নরসিংদি।

করেছে। মানব জাতির বর্তমান অবস্থায় পৌঁছুতে মানব সমাজ নিম্নলিখিত সামাজিক স্তর পেরিয়ে এসেছে ঃ

(১) পুরাতন প্রস্তর যুগ

(২) নতুন প্রস্তর যুগের আদিম গণতান্ত্রিক গোষ্ঠী সমাজ

(৩) ব্রোঞ্জযুগের দাসতান্ত্রিক সমাজ

(৪) সামন্ততন্ত্র ঃ খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীতে অর্থাৎ ইউরোপ ও আফ্রিকাতে সামন্ততন্ত্রের প্রসার ঘটে।

(৫) পুঁজিবাদ ঃ ১৬-১৮ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে এ সমাজ ব্যবস্থার উদয় ও সমগ্র পৃথিবীতে এর প্রসার ঘটে।

(৬) সমাজতন্ত্র ঃ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সম্পদের সমবন্টনের ভিত্তিতে প্রথমে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয় ও চীনসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্রের প্রসার ঘটে।

২.০ গণতন্ত্রের বিকাশ

বিশ্ব সমাজে পুঁজিবাদের ধারণা বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনে নতুন এক ভাবধারার উদ্ভব ঘটায়। এই নতুন ভাবধারাই গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা হিসেবে জনসাধারণের মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দাস প্রথার পরিবর্তে সমাজে ক্রমান্বয়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার তাগিদ অনুভূত হতে থাকে।

তবে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে দীর্ঘদিনের কাল পরিক্রমায়। গ্রীক নগর রাষ্ট্রের রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর অর্থাৎ একাধারে তিনি ছিলেন প্রধান পুরোহিত, প্রধান বিচারক ও প্রধান সেনাধ্যক্ষ। রাজা সাধারণত নিজ গোত্রের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন বলে জনগণ রাজাকে দেব বংশোদ্ভূত মনে করতো ও দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করতো। তবে রাজা ও তার শাসন পরিষদের সদস্যরা গণ-সম্মেলনে গিয়ে বা গণ সভায় গিয়ে সবার মতামত নিয়ে কাজ করতেন। আর এ থেকেই গণতন্ত্রের উৎপত্তি। আইন লিপিবদ্ধ করার জন্য গ্রীসে পর্যায়ক্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। ক্ষমতাসীন ধনবাদীরা বাধ্য হয়ে আইন সংকলন শুরু করে। ফলে নাগরিকদের কতিপয় রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গ্রীসে গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটে।

পর্যায়ক্রমে গ্রীসের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। মধ্যযুগ বলে অভিহিত সময়কালে বিশ্বের কোথায়ও গণতন্ত্রের অস্তিত্ব পাওয়া

যায়না। তবে এসময় আরব জাতির মধ্যে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আলোকবর্তিকা হিসেবে মক্কা নগরীতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) (৫৭০-৬৩২) জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঐশী বাণীর মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করে সাম্যের ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রবর্তন করেন। যদিও ঐশী বাণী দ্বারা তিনি চূড়ান্তভাবে নীতি নির্ধারণ করতেন, তবুও তিনি তার সাহাবাদের (সঙ্গী/অনুচর) সঙ্গে আলোচনা বা পরামর্শ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। শ্রেণী ও বংশ-মর্যাদা নির্বিশেষে একই ইসলামী নীতি দ্বারা সর্বশ্রেণীর মানুষের উপর শাসন পরিচালনার জন্য তিনি মদীনা সনদের ভিত্তিতে মদীনায় আদর্শ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি গণ-প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারা অব্যাহত রাখার মানসেই নিজে কোন উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে যাননি। তাঁর ইন্তিকালের পরে সাহাবাগণের জনসমর্থনের ভিত্তিতে ও অনুমোদনের পরে হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। এইভাবে সে কালোপযোগী গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয় এবং তা ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) এর শাসনকাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় টিকে ছিল। পর্যায়ক্রমে এই ব্যবস্থাও রাজতন্ত্র হিসেবে বিকৃত হয়ে যায়।

এই সময়ে ইউরোপের দেশগুলিতে রাজতন্ত্র বা রাজার শাসন চালু ছিল। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পোপ বা ধর্মযাজকরা দেশ শাসনের নিয়ামক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। রাজা ও পোপরা আপোষ-রফার মাধ্যমে দেশ শাসন করতো। এদিকে ইংল্যান্ডে সংঘঠিত হয় রেনেসাঁ এবং তৎপরবর্তীকালে শিল্প বিপ্লব, অন্যদিকে ১৭৮৯সালে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পরে সমগ্র ইউরোপে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয় যা প্রায় সমগ্র ইউরোপে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি তৈরী করে। অপরদিকে কলম্বাস (১৪৪৬-১৫০৬) কর্তৃক আমেরিকার আবিষ্কার-পরবর্তীকালে আমেরিকাতেও গণতন্ত্রের ছোঁয়া লাগে। আমেরিকাতে সাদা-কালোর সংঘাত শেষ হয়। সেখানে আব্রাহাম লিংকন (১৮০৯-৬৫) কর্তৃক উত্তম রাষ্ট্রের তথা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংজ্ঞায়ন এবং দাস প্রথা আইন দ্বারা রদ করার মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পর্যায়ক্রমে বিশ্বের অন্যান্য দেশে; বিশেষত এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র গ্রহণযোগ্য শাসন হিসেবে গৃহীত হতে থাকে।

অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে গণতান্ত্রিক বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনার পরে এবার দেখা যাক, গণতন্ত্র বলতে কি বুঝায়?

গণতন্ত্র শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ Democracy শব্দটির প্রথম প্রয়োগ হয় আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস

(Herodotus, মৃত্যু খৃঃ পূঃ ৪২৪) গণতন্ত্রের সংজ্ঞায়নে বলেন, গণতন্ত্র এক প্রকার শাসন ব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা কোন শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের উপরেই ন্যস্ত থাকে না; বরং ব্যাপকভাবে সমাজের সদস্যগণের উপরে ন্যস্ত হয়। একই সুর ধরে এরিষ্টটল (খৃঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) তাঁর Politics গ্রন্থের চতুর্থ অংশের ষাট অনুচ্ছেদে বলেন, "সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি, যে ব্যবস্থায় প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে তাই গণতন্ত্র। যে শাসন ব্যবস্থায় জনসমষ্টির অন্তত তিন-চতুর্থাংশ নাগরিকের অধিকাংশের মতে শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তাই গণতন্ত্র। এক্ষেত্রে এও উল্লেখযোগ্য যে, নাগরিকদের ভোটের শক্তি যেন তাদের শারীরিক বলের সমান হয়।" বিয়াট্রীস ওয়েব (১৮৫৮-১৯৪৩) ও সিডনী ওয়েব (১৮৫৯-১৯৪৭) আর একধাপ অগ্রসর হয়ে বলেছেন, কোন নির্দিষ্ট এলাকায় সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক অধিবাসীদের সংঘ যখন রাজনৈতিক আত্মশাসনের ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করে তখন তাকে রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলে। স্যার ক্রীপ্স বলেন, গণতন্ত্র বলতে আমরা সেই শাসন ব্যবস্থাকে বুঝি, যেখানে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি সকল বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং সবার মধ্যে নিজ নিজ মত প্রকাশ করতে পারে। সি এফ ষ্ট্রং এর মতে, শাসিতগণের সক্রিয় সম্মতির উপরে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত তাকে গণতন্ত্র বলা যায়। তবে প্রতিনিয়ত উদ্ধৃত আব্রাহাম লিংকনের সংজ্ঞাটি সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য। দু'মিনিট স্থায়ী ১৮৬৩ সালের ১৯শে নভেম্বর প্রদত্ত গ্যাটীসবার্গ বক্তৃতায় আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্র সম্পর্কিত উক্তিটি হলো, "জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার এবং জনগণের স্বার্থে পরিচালিত সরকার, পৃথিবী থেকে মুছে যাবে না।" (that Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the Earth).

এসব সংজ্ঞা ছাড়াও অনেকে আবার গণতন্ত্রকে একাধারে শাসন ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। গণতন্ত্র বলতে অনেকে অর্থনৈতিক সাম্যের কথাও বলেন। মূলত ব্যক্তি স্বাধীনতার ভিত্তিতে গড়ে উঠা শাসন ব্যবস্থাই রাজনৈতিক গণতন্ত্র। সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র বলতে বুঝায় সেইরূপ সমাজকে যেখানে তীব্র অসাম্য অনুপস্থিত থাকে।

এই সংজ্ঞাগুলি কিছুটা বিশ্লেষণের দাবী রাখে। যেমন জনগণের শাসন বলতে যা বুঝানো হয়েছে তার বাস্তব উদাহরণ এই পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেই বিদ্যমান নেই। পেরিক্লিস (খৃঃ পূঃ ৪৯০-৪২৯) এই জনগণের শাসনের কথা আবেগ

জড়িত কণ্ঠে বললেও প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যার মাত্র এক-দশমাংশ সেই সময় নাগরিক হবার অধিকার লাভ করতেন। কারণ তখনকার এথেন্সের এক লক্ষ জনসমষ্টির ৫০ হাজার অধিবাসী ছিলেন ক্রীতদাস। আর বাকী ৫০ হাজার জনগোষ্ঠীর মধ্যে মহিলা, শিশু ও কিশোরও সে সময় নাগরিক হতে পারতো না।

তাছাড়া গণতন্ত্রকে সম্মতির শাসন ব্যবস্থা বা সম্মতিভিত্তিক সরকার হিসেবে যে দাবী করা হয় তাও স্পষ্ট নয়। কারণ এই সম্মতি কাদের? কোন বিষয়ে সম্মতি? কতদিনের জন্য সম্মতি? কারা সম্মতি নিবেন? এসব বিষয় নিয়ে বিস্তর মত-পার্থক্য আছে। এসব নানা কারণে প্রাচীনকাল থেকে গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিরূপ মন্তব্য করেছেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (মৃত্যু ৩৪৭ খৃঃ পূঃ) গণতন্ত্রকে মূর্খের শাসন বলে চিহ্নিত করেছেন। আর এরিষ্টটলের মতে গণতন্ত্র হলো নিম্নস্তরের শাসন ব্যবস্থা। এমিল ফাগুয়ে গণতন্ত্রকে বলেছেন অক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হিসেবে। লেনিন গণতন্ত্রকে কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন "পার্লামেন্ট হলো শুয়োরের খোয়াড় এবং বুর্জোয়াদের গণিকালয়"। আধুনিককালে স্টারিল্যান্ড গণতন্ত্রকে চিহ্নিত করেছেন মন্দ লোকদের সরকার রূপে।

কিছু দিন থেকে গণতন্ত্র উৎকৃষ্ট সরকার ব্যবস্থা হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কোন সরকার কতটা বৈধতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত তা পরিমাপের ভিত্তি ছিল সেই দেশের সরকার কতটা গণতান্ত্রিক তার উপরে। সবাই আজকে গণতন্ত্রের সমর্থক। ডানপন্থীরা তো বটেই, বামপন্থীরাও আজকে বড় গণতন্ত্রীতে পরিণত হয়েছেন। বর্তমানে গণতন্ত্র হয়েছে চমকপ্রদ এক আবরণ, যার মধ্যে নিয়মহীনতা এমনকি নীতি বিগর্হিত কাজকর্মও যেন বৈধতা পায়।

গণতন্ত্র তত্ত্ব হিসেবে অত্যন্ত প্রাচীন। আড়াই হাজার বছর আগে পূর্ব গ্রীসের লোকদের লেখায় গণতন্ত্রের উল্লেখের পর থেকে গণতন্ত্র মানবের আশা আকাঙ্ক্ষায় বরাবরই বিদ্যমান থেকেছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয় মাত্র কিছু দিন আগে, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে কোন কোন রাষ্ট্র বিজ্ঞানী বৃটেনের শাসন ব্যবস্থায় আগে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু দু'টি দেশের গণতন্ত্রই ছিল অসম্পূর্ণ। কারণ যুক্তরাষ্ট্রে মহিলাদের ভোটাধিকার ১৯২০ সালে এবং বৃটেনে মহিলাদের ভোটাধিকার ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদেরকে দীর্ঘদিন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের দ্বারা

পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করলে বলা যায় যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই শতকের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কারণ ১৮৯৮ সালে নিউজিল্যান্ডে সবার আগে মহিলাদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ায় ১৯০২ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সালে, বৃটেনে ১৯২৮ সালে, ফ্রান্সে এবং বেলজিয়ামে ১৯৪৭ সালে, সুইজারল্যান্ডে ১৯৭১ সালে নারীদের ভোটাধিকার দেয়ার মাধ্যমে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, আড়াই হাজার বছরেরও পুরাতন তাত্ত্বিক প্রতিকল্পটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বা স্বীকৃত হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে।

৩.০ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গণতন্ত্র তত্ত্ব হিসেবে বিকশিত বহুযুগ আগেই। কিন্তু গণতন্ত্র যে তাত্ত্বিক প্রতিকল্পের উপরে দাড়িয়ে আছে তা সমাজে বাস্তবে রূপায়ন করা খুব একটা সম্ভব হয়নি। এক কথায় বলতে গেলে গণতন্ত্রকে জনগণের শাসন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা সহজ হলেও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ ব্যবস্থায় যে সব শর্তের প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা তেমন সহজ নয়। অর্থাৎ তত্ত্ব ও বাস্তবতার যে অসঙ্গতি প্রায় প্রতিটি তাত্ত্বিক প্রতিকল্প বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে দেখা যায় তা এই তত্ত্ব বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনার আগে আরও একটা বিষয় মনে রাখা দরকার। গণতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখনও সুস্পষ্টরূপে বা সুনির্দিষ্টরূপে বিকশিত হতে পারেনি। প্রায়ই কোন না কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রকে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা চালানো হয়। গণতন্ত্র সম্বন্ধে স্পষ্টতা বা স্বচ্ছতার জন্য প্রায়ই তাকাতে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা বৃটেনের শাসন ব্যবস্থার দিকে। কিন্তু এই দু'টি দেশের শাসন ব্যবস্থা একরকম নয়। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, বৃটিশ উপনিবেশ অধীন প্রতিবেশী ৪টি দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার সময় বৃটেনের অনুকরণে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করলেও এ চারটি দেশে একই রকম পদ্ধতি বা রীতিতে শাসন পদ্ধতির বিকাশ ঘটেনি। আবার বৃটেনে বিকশিত গণতন্ত্র ইউরোপের অন্যান্য দেশে একইভাবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হলেও তা সেভাবে বিকশিত হতে পারেনি। একইভাবে মার্কিন সরকার পদ্ধতি যেভাবে বিকাশ লাভ করেছে সেভাবে কিন্তু অন্য কোন দেশে গণতন্ত্র বিকশিত হয়নি। অর্থাৎ গণতন্ত্র হলো বহুকেন্দ্রিক ব্যবস্থা, গণতন্ত্র কোন একক আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা নয়।

তাহলে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ সম্বন্ধীয় আলোচনা কিভাবে করা হবে? আমরা এখানেই কি ইতি টানবো? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো, না। কারণ যেখানে বাধা থাকে সেখানেই গতির সৃষ্টি হয়। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবার্ট ডাল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্বশর্ত হিসেবে সাতটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপের বর্ণনা করেছেন। যে কোন শাসন ব্যবস্থায় সব শর্তের উপস্থিতি ঘটলে সে ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলে চিহ্নিত করা যায়। এ শর্তগুলো হলো ঃ

১। সরকারী নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নের অধিকার সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের উপরে ন্যস্ত থাকা।

২। কর্মকর্তা নির্বাচন ও অপসারণের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান।

৩। নির্বাচনে প্রত্যেক ব্যক্তির ভোটাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান।

৪। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য অধিকাংশ বয়স্ক ব্যক্তির নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ।

৫। বাক্ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, সরকার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কার্যধারা পর্যালোচনা ও সমালোচনা তথা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনায় নাগরিকদের স্বীকৃত অধিকার।

৬। রাষ্ট্র এবং সমাজ সংক্রান্ত তথ্য এবং উৎস এমনভাবে পরিচালিত যে তার উপর সরকার বা বিশেষ সুবিধাভোগী কোন গ্রুপের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না।

৭। সংঘ, সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান রচনায় নাগরিকদের অধিকারের স্বীকৃতি, যার মাধ্যমে তারা বিকল্প সরকার গঠনে অথবা বর্তমান সরকারকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়।

উক্ত শর্তগুলি কোন সমাজে কার্যকর থাকলে বুঝা যাবে যে, ঐ সমাজ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের ক্ষেত্র তৈরী করেছে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরকরণের মানসিকতা অর্জন করে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ফ্রিডম হাউজ তার ১৯৯০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, সমকালীন বিশ্বের ১৬৭টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৬১টি রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক পন্থা বেছে নিয়েছে। আর এসব রাষ্ট্রে বাস করছে বিশ্বের প্রায় ৩৯ শতাংশ মানুষ। এ হিসেবটি অবশ্য পুরাতন। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রজাতন্ত্রগুলি গণতন্ত্রের পথে পা বাড়িয়েছে। বাল্টিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার স্বৈরাচারী রাষ্ট্রগুলিও গণতন্ত্রের দিকে পা বাড়িয়েছে। আফ্রিকার গহীন অরণ্যানী অঞ্চল

হিসেবে খ্যাত সেনেগাল, গ্যাবন, কঙ্গো, এঙ্গোলা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে স্বৈরাচারী ব্যবস্থার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নেপালে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এশিয়ার তাইওয়ান থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে গণতন্ত্রের তীব্র ঢেউ অনুভূত হচ্ছে।

তবে একটি রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থার বেশ কিছু স্বাতন্ত্র রয়েছে। কোথাও নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রি-পরিষদ, কোথাও রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদ, কোন কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন, কোথাও রাষ্ট্র প্রধান সংসদ সদস্য কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন, কোন কোন জায়গায় তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংসদীয়, রাষ্ট্রপতি শাসিত, যুক্তরাষ্ট্রীয়, এককেন্দ্রিক যে কোন ধরনেরই হোক না কেন নীতি হিসেবে গণতন্ত্রকে যে ব্যবস্থা উর্ধ্বে তুলে ধরে সেটাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

উপরের আলোচনা এবং বিশ্বের যে সব দেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটেছে সে সব দেশের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, কোন সমাজের সামাজিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির গণতন্ত্রায়ন হলে, কাঠামো উন্নয়নমুখী বা জনকল্যাণমুখী হলে, সর্বোপরি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ব্যক্তির পরিবর্তে প্রতিষ্ঠান প্রাধান্যশীল হলে সমাজে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটেছে বলে ধরে নেয়া যায়। সমাজের প্রতিটা স্তরে বা রাষ্ট্রের প্রতিটি কাঠামোয় কোন কর্তাব্যক্তির কর্তৃত্বের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানের তথা জনপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হলে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটেছে বলা যায়।

অন্য কথায় বলা যায় যে, যে দেশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি যতখানি বিকশিত হবে সেই দেশে গণতান্ত্রিকতাও ততটা বেড়ে যাবে। গণতন্ত্র শুধু একটি শাসন পদ্ধতিই নয়। গণতন্ত্র মূলত সামাজিক রীতিনীতি তথা এক সমষ্টিগত সংস্কৃতিও বটে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শুধু কাঠামোগতভাবে পরিবর্তন ঘটলেই গণতন্ত্র বিকশিত হয়না। গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সামাজিক ব্যবস্থার সঠিক বিন্যাস। সংস্কৃতি চেতনায় মানুষ প্রাণবন্ত না হলে গণতন্ত্র লাভ করে না তার কাঙ্ক্ষিত মাত্রা। আর সাংস্কৃতিক চেতনার যথার্থ বিকাশের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো দৈহিক বলের পরিবর্তে সমাজে যুক্তির প্রাধান্য, প্রতিটি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত রাখা এবং সন্দেহপ্রবণতা ও অবিশ্বাসের ভাব দূরীভূত করা। অর্থাৎ উন্নত সংস্কৃতি বিশিষ্ট দেশগুলিতে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা প্রভৃতির বিকাশ ঘটেছে যথার্থভাবে।

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের জন্য সর্বাগ্রে যেটা প্রয়োজন তা'হলো স্থানীয় সরকার পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলির সবক'টি স্তরে জনপ্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ গ্রাম, ইউনিয়ন এবং থানা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সর্বস্তরে জনপ্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার সাথে সাথে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের কর্ম-পরিধি বিস্তৃত করলে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটবে। গণতন্ত্রের বিকাশ উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া প্রক্রিয়ায় হতে পারে, তবে তা স্থায়ী বা শক্তিশালী হয়না। বরং গণতন্ত্র যদি নিম্ন স্তরের কাঠামোগুলি থেকে বিকশিত হয়ে তা পর্যায়ক্রমে উপরে ওঠে তবে সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বেশী মাত্রায় প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করবে।

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা'হলো জাতীয় ইস্যুগুলিতে বিশ্বাসযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য ঐকমত্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মতভেদকে স্বীকার করে নেয়া হয়। এই মতভেদ বা ভিন্নমত দল থেকে দলে এমনকি একটি দলের মধ্যে বিদ্যমান থাকতে পারে কিন্তু জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বা জাতির সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীতে বা প্রশ্নে সাধারণ ঐকমত্য থাকতে হবে। আর এই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে গণতান্ত্রিকতা শুধু বিকশিতই হবে না বরং তা সমাজে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটাবে।

৪.০ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ কতটুকু হয়েছে বা এদেশে গণতান্ত্রিকতার মান কিরূপ এ পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া যাক। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ২৭টি বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু এই ২৭ বছরের মধ্যে এদেশে গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা অপ্রতুল। এদেশ বেশীর ভাগ সময় সামরিক শাসক অথবা অগণতান্ত্রিক সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ফলে এদেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বিকাশ ঘটেছে এটা আশা করা ঠিক হবে না। উপরন্তু, এদেশ উত্তরাধিকার সূত্রেও স্বৈরতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতির অভিজ্ঞতা লাভ করে। ভারত বিভাগের সময় পাকিস্তান গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা লাভ করলেও পাকিস্তানী আমলের প্রায় পুরোটাই স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয়েছে বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে গণতান্ত্রিকতার মান অত্যন্ত নিম্ন স্তরের, অর্থাৎ এদেশে এখনও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেনি বলেই প্রতিভাত হবে। তবে এদেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদির বিকাশ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় সংসদ পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। ৩৩০ জন জাতীয় সংসদ সদস্য জাতীর প্রতিনিধি হিসেবে পর্যায়ক্রমে দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড়াতে শুরু করেছেন। জাতীয় সংসদের ৪৬টি সংসদীয় কমিটি আস্তে আস্তে কার্যকর হয়ে উঠছে। এই কমিটিগুলিতে দল-মত-আদর্শ নির্বিশেষে প্রত্যেক জনপ্রতিনিধি তাঁদের মতামত প্রতিফলিত করতে শুরু করেছেন। দায়িত্বশীল সরকারের দায়িত্ব শুধু নির্বাচিত জাতীয় সংসদের নিকটেই সীমাবদ্ধ নয়, জাতীয় সংসদের নিকট দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীলতাও এতে প্রতিফলিত হয়। আর যারা স্থায়ী সরকারী কর্মচারী, পর্যায়ক্রমে তারাও গণমুখী সংসদের মাধ্যমে জনগণের নিকট দায়িত্বশীল হয়ে উঠছেন। জাতীয় সংসদের কার্যক্রম ধীরগতিতে হলেও পর্যায়ক্রমে তা গণমুখী হয়ে উঠছে। সংসদীয় কমিটিগুলি যতই কার্যকর হয়ে উঠবে, দায়িত্বশীলতার পরিমাত্রা যতই প্রকট হবে, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ যেন ততই প্রখর হতে থাকবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীর জন্য যেসব কমিটি গঠিত হচ্ছে তা একদিকে যেমন কর্মসূচীর সঠিক বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, বাস্তবায়ন পর্যায়ে দূর্নীতি ও অনিয়মের শিকড়কে শিথিল করবে, অন্যদিকে তা বাস্তবায়নকারীদের উপর জনপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করবে।

অর্থাৎ এদেশে সরকার পদ্ধতি সম্বন্ধে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল তা তিরোহিত হয়েছে। সরকার পদ্ধতি হিসেবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে সমগ্র জাতি আজ একমত হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হলো রাজনৈতিক দলসমূহের সুষ্ঠু ও সুদৃঢ়ভিত্তিক বিকাশ। রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের ব্যাপকভাবে চর্চা করতে পারলে দলীয় কর্মীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মানসিকতার ব্যাপক প্রসার ঘটবে। আর গণতান্ত্রিক মানসিকতা সম্পন্ন কর্মীরাই যখন সংসদের সদস্য হয়ে আসবেন তখন তারা গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন। অর্থাৎ গণতন্ত্র তখন ব্যক্তি, দল, সমাজ তথা রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হবে। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক সমাজের মতো আমাদের সমাজেও সংসদীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে।

আমাদের দেশে পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তথা সংসদীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেনি বললেই চলে। অর্থাৎ আমাদের সমাজে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ এখনও হয়নি। আমাদের সমাজে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি এখনও অপরিণত। আমরা সমালোচনা করার সময় ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে কথা বলিনা। আমরা আত্মসম্মানবোধে সচকিত নই বলে অপরকে সম্মান দিতে শিখিনি। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এসবের উর্ধ্বে উঠতে পারলেই গণতন্ত্রের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে। গণতন্ত্র যেহেতু জনগণের শাসন, সেহেতু এখানে প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা যাতে অক্ষুণ্ন থাকে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য যাতে ভাস্বর হতে পারে, তার ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আর এজন্য প্রয়োজন হলো সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তিশালী প্রশাসন ব্যবস্থার দরকার। প্রশাসন কোন ব্যক্তির নির্দেশে নয় বরং দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী যাতে সব ব্যক্তির জন্য সমানভাবে আইনের কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রতী হতে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য প্রশাসন কাজ করতে পারলেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। অর্থাৎ সমাজে আইন ভঙ্গের প্রবণতা রোধ করার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে আইনের কঠোর প্রয়োগ। আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন প্রশাসন থাকবে শক্তিশালী, নৈর্ব্যক্তিক এবং নির্মোহ। প্রশাসনকে শক্তিশালী করার জন্য প্রশাসনকে আইনের আওতায় এনে প্রশাসনিক কাঠামোয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা দরকার। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ যখন স্বয়ংক্রিয় ও স্বাধীনভাবে কাজ করবে তখনই গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকতা বিকশিত হবে।

৮.০ উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, গণতন্ত্র একদিকে যেমন দেয়ার জিনিস নয়, অন্যদিকে নেয়া পাবারও জিনিষ নয়। গণতন্ত্র হলো চর্চার মাধ্যমে অর্জনের এক চলমান প্রক্রিয়া। গণতন্ত্রকে একটি সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যা দরকার, তা হলো ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, তথা সমাজ জীবনে গণতন্ত্রের চর্চা করা। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য অপরিহার্যভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনে, বিশেষ করে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতন্ত্রের ব্যাপকভাবে চর্চা শুরু করতে হবে। গণতন্ত্রের চর্চা যখন সর্বস্তরে শুরু হবে তখন আপনা-আপনিই সমাজে গণতন্ত্রের শিকড় সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত হতে থাকবে, যার ভিত্তিতে সমাজে গণতন্ত্রের বৃহৎ বৃক্ষটি অবিচল দাঁড়িয়ে থাকবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৪, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকা, ৩০শে জুন

২। এরিষ্টটল *দি পলিটিক্স* (মূল) অনুবাদক সরদার ফজলুল করিম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩। Griffiti. Earnest S 1956-*The American System of Government*, Methuen & Co. Ltd. London.

৪। ম্যাকআইভার, আর, এম, ১৯৮৩, *আধুনিক রাষ্ট্র*, এমাজউদ্দীন আহম্মদ (অনূদিত) বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৫। ঘোষ, শ্রী নির্মল কান্তি, ১৯৭৪, *আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভূমিকা*, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা-১২।

৬। হক, আবুল ফজলঃ ১৯৭৪, *বাংলাদেশ শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৭। Laski. H. J.-A Grammar of The Politics. London.

৮। Frank Stacey. 1978. *Ombudsman Compared*, Oxford Clarendon Press. Oxford 1978.

৯। Gellhoru. Walter. 1966. *Ombudsman & Others*, Massachusetts. Harvard University Press.

১০। হোসেন, সৈয়দ আনোয়ারা, ১৯৯২, *বাংলাদেশ গণতন্ত্র ; অতীত ও বর্তমান*, বিচিত্রা, ঈদ সংখ্যা, ঢাকা পৃ-৩৫-৩৬।

১১। আহম্মদ, অধ্যাপক এমাজউদ্দীন (সম্পাদিত) ১৯৯২, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র; প্রাসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা*, করিম বুক কর্পোরেশন ঢাকা।

১২। *ভোরের কাগজ* ; ২৮শে জানুয়ারী ১৯৯৩, ঢাকা।

১৩। *Holiday*, February 15. 21. 1991.

১৪। Dahl. Robert : 1989. *Democracy and Its Critics*, New Haven (Yael University Press). New Delhi (Orient Long man. 1991 reprint)P-88.

১৫। Hemlington Samuel P:1991 *Democracy's Third Wave;* JOURNAL OF DEMOCRACY. Spring.